কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

রমাদান

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

রামাদান

QuranerAlo.com

সরোবর

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রামাদান

রচনায়

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

(পি.এইচ.ডি, এম.এ, ইসলামি শরী'আহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদনা

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

(পি.এইচ.ডি, এম.এ, আকীদাহ্ ও তুলনামুলক ধর্মতত্ত্ব, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা, সহকারী অধ্যাপক, আল-ফিকহ বিভাগ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

উদ্যোগ সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা:
ডা. মোস্তফা সুমন আল রশীদ
উম্মে সাহির
এবিএম সালেহ
ডা. মিজানুর
আসিফ মাহমুদ বিন তারেক

প্রচ্ছদ:
মুহাম্মদ রিজভী রহমান
অঙ্গসজ্জা:
মুহাম্মাদ রিজভী আহমেদ

প্রকাশকাল:
প্রথম প্রকাশ ১৪৩৪
দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪৩৬

প্রকাশক ও পরিবেশক:

সরোবর প্রকাশন
www.shorobor.org
shorobor.prokashon@gmail.com
prokashon@shorobor.org
phone: +88 019 88 11 99 11

QuranerAlo.com

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

আসসালামু আলাইকুম। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ ﷻ এর। আমরা কেবলমাত্র তাঁরই প্রশংসা করি ও একমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় চাই আর ক্ষমা চাই তাঁরই কাছে। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ﷻ ছাড়া কোন প্রভূ নাই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ ﷻ এর প্রেরিত রাসূল ও বান্দা।

রামাদান এমন একটি মাস, যার সাথে তুলনা হয়না আর কোন মাসের। আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ ﷻ তাঁর ক্ষমা, দয়া আর করুণা দিয়ে যেন ঢেকে দিয়েছেন এই মাসটিকে। আমাদের 'দেহ ও আত্মার পরিশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়' সিয়াম সাধনার জন্য আল্লাহ ﷻ এ মাসকেই নির্বাচন করেছেন। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের অপূর্ব সমন্বয়ে গড়া পবিত্র কুর'আনকেও আল্লাহ ﷻ আমাদের উপহার দিয়েছেন এই মাসেরই ক্বদরের মহিমান্বিত রজনীতে। আমাদের অনেকের জন্যই হয়তো এই রামাদানই হতে পারে জীবনের শেষ রামাদান। তাই আমরা কোনভাবেই যেন এই সময়টিকে কাজে লাগতে ব্যর্থ না হই।

আসুন, আমরা আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই মহিমাময় রামাদানে আল্লাহ ﷻ এর দেয়া রহমতগুলোকে গ্রহণ করে কর্মের মাধ্যমে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

QuranerAlo.com

কুর‘আন ও সুন্নাহর আলোকে রামাদান

রামাদান মাস সিয়াম সাধনা ও তাকওয়ার মাস, কল্যাণ ও বরকতের মাস, রহমত ও মাগফিরাত এবং জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তি লাভের মাস। মহান আল্লাহ ﷻ এ মাসটিকে বহু ফযীলত ও মর্যাদা দিয়ে অভিষিক্ত করেছেন।

১. রামাদান আল কুর‘আনের মাস। আল্লাহ ﷻ একে কুর‘আন নাযিলের মর্যাদাপূর্ণ সময়রূপে চয়ন করেছেন। তিনি বলেন:

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ

রামাদান মাস- এতে কুর‘আন নাযিল হয়েছে।[১]

২. এ মাসে জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত রাখা হয়, জাহান্নামের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তান ও দুষ্ট জিনদের শৃংখলিত করে রাখা হয়। নবী ﷺ বলেন:

«إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ»

রামাদান মাস এলে জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত রাখা হয় জাহান্নামের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃংখলিত করা হয়।[২]

৩. এ মাসে রয়েছে লাইলাতুল ক্বদরের বরকতময় রজনী। মহান আল্লাহ ﷻ বলেন:

لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ٣ تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ٤ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ٥

১ সূরা আল বাকারাহ: ১৮৫
২ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮০০, ৩১০৩ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪৭

QuranerAlo.com

লাইলাতুল ক্বদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ রাত্রে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হন প্রত্যেক কাজে, তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিময় এ রজনী, ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।[৩]

৪. এ মাস দু'আ কবুলের মাস। নবী ﷺ বলেন:

«إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»

(রামাদানের) প্রতি দিন ও রাতে (জাহান্নাম থেকে) আল্লাহ ﷻ এর কাছে বহু বান্দা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাদের প্রত্যেক বান্দার দু'আ কবুল হয়ে থাকে (যা সে রামাদান মাসে করে থাকে)[৪]

তাকওয়া অর্জনের এ মুবারক মাসে মু'মিনদের উপর অর্পিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, সৃষ্টি হয়েছে পূণ্যঅর্জনের বিশাল সুযোগ এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মহান চরিত্র অর্জনের সুন্দর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এ অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আজ সারা বিশ্বের মুসলিমদের উচিত চারিত্রিক অধ:পতন থেকে নিজেদের রক্ষা করা, নেতিয়ে পড়া চেতনাকে জাগ্রত করা এবং সকল প্রকার অনাহুত শক্তির বলয় থেকে মুক্ত হয়ে হক প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞাকে সুদৃঢ় করা, যাতে তারা রিসালাতের পবিত্র দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে এবং কুর'আন নাযিলের এ মাসে কুর'আনের মর্ম অনুধাবন করতে পারে, তা থেকে হিদায়াত লাভ করতে পারে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে একেই অনুসরণের একমাত্র মত ও পথ রূপে গ্রহণ করতে পারে।

পবিত্র রামাদান মাসে যেসব দায়িত্ব ও কাজ শারী'আহ কর্তৃক অর্পিত হয়েছে কিংবা যা পালনে শারী'আহ আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে ও যা বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছে পবিত্র আল কুর'আন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে সেগুলো নিচে আমরা দু'ভাগে আলোচনা করব।

৩ সূরা আল-ক্বদরঃ ৩-৫
৪ সহীহ সনদে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত, হাদীস নং ৭৪৫০

QuranerAlo.com

প্রথম ভাগ:
যা করতে শারী'আহ নির্দেশ দিয়েছে

১. সিয়াম বা রোযা

রামাদান মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজই হল সিয়াম। আর সিয়াম হল ফজরের উদয়লগ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়্যাতসহ পানাহার ও যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা। সিয়াম পালন তথা রোযা ফরয এবং এটি ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। আল্লাহ ﷻ বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٣٨١ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো নির্দিষ্ট কয়েকদিন মাত্র ..... [৫]

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। [৬]

সিয়ামের গুরুত্ব আরো প্রকটিত হয় সে সব ফযীলতের দ্বারা, যদ্বারা একে বিশেষত্ব দান করা হয়েছে। সে সবের মধ্যে রয়েছে:

৫ সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৩-১৮৪
৬ সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৫

QuranerAlo.com

১. সিয়ামের পুরস্কার আল্লাহ ﷻ স্বয়ং নিজে প্রদান করবেন:

একটি হাদীসে কুদসীতে রাসূল ﷺ বলেন:

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»

আল্লাহ ﷻ বলেন: ''বনী আদমের সকল আমল তার জন্য, অবশ্য সিয়ামের কথা আলাদা, কেননা সিয়াম আমার জন্য এবং আমিই এর পুরস্কার দিব।[৭]

২. সিয়াম পালন গোনাহের কাফফারা স্বরূপ এবং ক্ষমালাভের কারণ:

রাসূল ﷺ বলেন:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রামাদান মাসে সিয়াম পালন করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৮]

৩. সিয়াম জান্নাত লাভের পথ:

রাসূল ﷺ বলেন:

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ»

জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যাকে বলা হয় 'রাইয়ান'- কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে সিয়াম পালনকারীগণ প্রবেশ করবে। অন্য কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না..... সিয়াম পালনকারীগণ প্রবেশ করলে এ দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে আর কেউ সেখান দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।[৯]

৭ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮০৫, ৫৫৮৩ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬০
৮ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯১০ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮১৭
৯ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৯৭ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৬

QuranerAlo.com

৪. সিয়াম পালনকারীদের জন্য সিয়াম শাফায়াত করবে:

উত্তম সনদে ইমাম আহমাদ ও হাকেম বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন:

«الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ»

সিয়াম এবং কুর'আন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য শাফায়াত করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিবসে পানাহার ও কামনা চরিতার্থ করা থেকে নিবৃত্ত রেখেছি। অতএব, তার ব্যাপারে আমাকে শাফায়াত করার অনুমতি দিন.....।[১০]

৫. সিয়াম পালনকারীদের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ ﷻ এর কাছে মিসকের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম:

রাসূল ﷺ বলেন:

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»

যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ এর কাছে মিসকের চেয়েও সুগন্ধিময়।[১১]

৬. সিয়াম ইহ-পরকালে সুখ-শান্তি লাভের উপায়:

রাসূল ﷺ বলেন:

«لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ»

সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টো খুশির সময় রয়েছে। একটি হলো ইফতারের সময় এবং অন্যটি স্বীয় প্রভু আল্লাহ ﷻ এর সাথে মিলিত হওয়ার সময়।[১২]

১০ মুসনাদ, হাদীস নং ৬৬২৬, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং ২০৩৬
১১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬২
১২ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮০৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৩

QuranerAlo.com

৭. সিয়াম জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তিলাভের ঢাল:

রাসূল ﷺ বলেন:

«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ এর রাস্তায় একদিন সিয়াম রাখে, আল্লাহ ﷻ তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বৎসরের দূরত্বে নিয়ে যান।[১৩]

ইমাম আহমাদ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন - রাসূল ﷺ বলেন:

«الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْقِتَالِ»

সাওম ঢাল স্বরূপ-যদ্বারা বান্দা নিজেকে আল্লাহ ﷻ এর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে, যেভাবে তোমাদের কেউ একজন যুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করে।[১৪]

সিয়ামের আরো ফযীলতের মধ্যে রয়েছে - এতে ইচ্ছা ও সংকল্পে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়, চারিত্রিক মাহাত্ম্য অর্জিত হয়, শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায় এবং সর্বোপরি তা মুসলিম উম্মাহর একতাবদ্ধ হওয়ার এক বাস্তব নিদর্শন।

সিয়ামের সাথে সংশ্লিষ্ট আমলসমূহ:

১. সিয়ামের নিয়্যাত:

রাতেই সাওমের নিয়্যাত করতে হবে। সুনান আন-নাসাঈ গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেন:

«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الْفَجْرِفَلاَ صِيَامَ لَه»

যে ব্যক্তি ফজর উদয়ের পূর্বে, রাতেই সিয়ামের নিয়্যাত করেনা, তার সিয়াম হবে না।[১৫]

১৩ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৮৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৭
১৪ মুসনাদ, হাদীস নং ১৭৯০৯
১৫ সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ২৩৩২

QuranerAlo.com

২. দেরি করে সাহরী খাওয়া:

সাহরী খাওয়া একটি বরকতময় বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহ ﷻ এ উম্মাতকে দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

«فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ»

আমাদের সিয়াম ও আহলে কিতাবের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া।[১৬]

সাহরী বরকতময় হওয়ার প্রমাণ নবী ﷺ এর বাণী:

«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً»

তোমরা সাহরী খাও, কেননা সাহরীতে রয়েছে বরকত।[১৭]

দেরি করে সাহরী খাওয়ার দলীল হল, আনাস ﵁ যায়েদ বিন সাবেত ﵁ থেকে বর্ণনা করেন:

«تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»

আমরা নবী ﷺ এর সাথে সাহরী খেয়েছি। অত:পর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। আনাস ﵁ তখন জিজ্ঞাসা করলেন, আযান ও সাহরীর মধ্যে কতটুকু সময়ের পার্থক্য ছিল? যায়েদ ﵁ বললেন, পঞ্চাশটি আয়াত পরিমাণ।[১৮]

৩. তাড়াতাড়ি ইফতার করা:

সূর্য অস্ত যাওয়া নিশ্চিত হলে তাড়াতাড়ি ইফতার করা সিয়াম পালনকারীর জন্য মুস্তাহাব। রাসূল ﷺ বলেন:

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»

১৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০৪
১৭ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮২৩ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০৩
১৮ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮২১ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০৬

QuranerAlo.com

মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অনতিবিলম্বে ইফতার করবে।[১৯]

৪. কী দিয়ে ইফতার করবে:

আনাস ﵁ বলেন:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»

রাসূল ﷺ 'রুতাব' (শুকনা নয় এমন) খেজুর দিয়ে সালাতের আগে ইফতার করতেন, রুতাব পাওয়া না গেলে শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাও পাওয়া না গেলে তিনি কয়েক ঢোক পানি পানে ইফতার করতেন।[২০]

৫. সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করানো:

সহীহ সনদে তিরমিযী ও আহমাদ বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন:

«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ»

যে ব্যক্তি কোন সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করায়, সে উক্ত সিয়াম পালনকারীর সাওয়াবের কোনরূপ ঘাটতি না করেই তার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।[২১]

২. কিয়ামুল লাইল

তারাবীহ, তাহাজ্জুদ এবং রাতের যে কোন নফল সালাত এর অন্তর্ভূক্ত। যে সকল আমলের মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তি রামাদান মাসে আল্লাহ ﷻ এর নৈকট্য অর্জন করতে পারে, তন্মধ্যে কিয়ামুল লাইল সবচেয়ে উত্তম। রাসূল ﷺ বলেন:

১৯ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৫৬ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০৮
২০ উত্তম সনদে ইমাম আহমাদ, হাদীস নং ১২৬৭৬ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩৫৬
২১ সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ৮০৭ ও মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৭০৩৩

QuranerAlo.com

«أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»

ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত।[২২]

রাতের সালাতের প্রশংসায় আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ٦٣ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا ٦٤]

রহমানের বান্দাহ তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খ ব্যক্তিরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলে, তখন তারা বলে, 'সালাম' এবং যারা রাত্রিযাপন করে তাদের পানলকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে।[২৩]

আল্লাহ ﷻ অন্যত্র বলেন:

كَانُواْ قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ١٧ وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ١٨

রাতের কিয়দংশে তারা নিদ্রা যেত এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।[২৪]

মূলত: কিয়ামুল লাইল ছিল নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের নিয়মিত আমল। আয়েশা رضي الله عنها বলেন:

«لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا»

কিয়ামুল লাইল ত্যাগ করো না। কেননা রাসূল ﷺ তা ত্যাগ করতেন না। অসুস্থ হলে কিংবা অলসতা বোধ করলে তিনি বসে সালাত আদায় করতেন।[২৫]

২২ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৮১২
২৩ সূরা আল-ফুরকান: ৬৩-৬৪
২৪ সূরা আয-যারিয়াত: ১৭-১৮
২৫ মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ২৬১১৪ ও সুনান আবি দাউদ, হাদীস নং ১৩০৭

QuranerAlo.com

রামাদানে কিয়ামুল লাইলের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তাই নবী ﷺ বলেন:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

যে ব্যক্তি রামাদান মাসে ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় (রাতের সালাতে) দাঁড়ায় তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। [২৬]

সুনানের গ্রন্থসমূহে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেন,

«مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»

যে ব্যক্তি ইমাম সালাত থেকে বিরত হওয়া পর্যন্ত ইমামের সাথে (কিয়ামুল লাইলে) দাঁড়াবে, তাহলে তার এ আমল রাত্রিভর কিয়ামের সমতুল্য হিসাবে লিখা হবে। [২৭]

রামাদানে কিয়ামুল লাইলের রাকা'আত সংখ্যা

সালাফে সালেহীন রামাদান মাসে কিয়ামুল লাইলে ও বিতর সালাতের রাকা'আত সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ করেছেন। যেমন:

প্রথমত: তারাবীহ্ এর রাকা'আত সংখ্যা আট। আর এটা অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও অনেক প্রখ্যাত ফকীহদের মত।

এ মতের পক্ষে দলীল: আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

রাসূল ﷺ রামাদান ও অন্যান্য সময়ে এগার রাকা'আতের বেশী সালাত পড়েননি। [২৮]

ইমাম মালেক মুহাম্মদ ইবন্ ইউসুফ হতে, তিনি সায়েব ইবন ইয়াযিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه উবাই ইবন কা'ব ও তামীম আদ-দারী رضي الله عنه আমাকে লোকজন সাথে নিয়ে এগার রাকা'আত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

২৬ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮১৫
২৭ সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ৮০৬ ও সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ১৬০৫
২৮ ইমাম বুখারী, সহীহ (৩/৩৩) হাদীস নং (১০৯৬), অনুরূপভাবে মুহম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমা, সহীহ ইবন খুযাইমা, তাহকীক: ড. মুহম্মদ মুস্তফা আল-আযামী, আল-আহাদীস মাযিলাহ বি আহকামিল আ'যামী ওয়াল আলবানী আলাইহা (৩/৩৪১) হাদীস নং (১১৬৬)

QuranerAlo.com

বদরুদ্দীন ‘আইনী নবী ﷺ এর সালাতের রাকা‘আত সংখ্যা সাব্যস্ত করতে সাহাবাদের নিকট হতে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেসব বর্ণনা হতে সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি আট রাকা‘আতের বেশী সালাত পড়তেন না, তবে বিতিরের রাকা‘আতে ইচ্ছামাফিক কম বেশী করতেন।[২৯] এজন্য ইবনুল হুমাম[৩০] বলেছেন, আট রাকা‘আত সুন্নাহ, আর অবশিষ্টগুলো মুস্তাহাব।

দ্বিতীয়ত: তারাবীহ্ এর সালাত বিশ রাকা‘আত। এ মতের প্রবক্তা হলেন ইমাম শাফেয়ী, আবু হানিফা ও আহমদ রহিমাহুমুল্লাহ্।[৩১] এ মতের প্রবক্তাগণ মারফু‘ হাদীস ও সাহাবাদের ‘আছার’ দিয়ে দলীল দিয়েছেন। যেমন:

হাদীসে মারফু: ইবন আবি শাইবা তার মুসান্নাফে[৩২] উল্লেখ করেছেন, আর তাবারানী তার মু‘জামে কাবীরে[৩৩], সাগীরে,[৩৪] তার থেকে বায়হাকী তার সুনানে কুবরাতে,[৩৫] আবদ ইবন হুমাইদ ‘‘মুন্তাখাবে’’[৩৬] — সকলেই ইবরাহিম ইবন উসমান আবু শাইবা থেকে তিনি আল-হিকাম হতে, তিনি মুকসিম হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম ﷺ রামাদান বিশ রাকা‘আত তারাবিহর সালাত ও বিতরের সালাত আদায় করতেন।[৩৭] ‘আছার’ তথা সাহাবীদের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে যে, আবদুর রাযযাক তাঁর মুসান্নাফে[৩৮] দাউদ ইবন কায়স ও অন্যান্যরা মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ হতে তিনি সায়েব ইবন ইয়াযিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, উমর ﷺ রামাদান মাসে মানুষকে উবাই ইবন কা‘ব ও তামীম আদ-দারীর নিকট একত্রিত করতেন। তারা একুশ রাকা‘আত সালাত পড়তেন।

মুহাম্মদ ইবন নসর আল মারওয়াযী রাত্রি জাগরণ বা কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে বর্ণনা করেন[৩৯], ইমাম বায়হাকী সুনানুল কুবরা গ্রন্থে ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ হতে

২৯ আল-‘আইনী, বদরুদ্দীন আহমাদ: উমদাতুল কারী শারহে সহীহুল বুখারী, (৭/২০৪)
৩০ মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহেদ, আল কামাল ইবনুল হুম্মাম: শরহে ফাতহুল কাদীর (১/৩৩৪)
৩১ ইবন কুদামাহ আল মুগনী গ্রন্থে যা বর্ণনা করেছেন, (২/৬০৪)
৩২ আল-মুসান্নাফ (২/৩৯৪)
৩৩ সুলাইমান ইবন আইয়াব আবুল কাসিম আত-তিবরানী, আল-মু‘জামুল-কাবীর, তাহকীক: হামদ ইবন আবদুল মাজীদ আস-সালাফী, ১১/৩৯৩)
৩৪ (১/৪৪৪) দেখুন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৩/১৭২)।
৩৫ মুসনাদু আবদ ইবন হামীদ ইবন্ নাসর আবু মুহাম্মদ আল কিসী, (২/৪৯৬)
৩৬ আবদ ইবন হামীদ ইবন নসর আবু মুহাম্মদ আল কিসী, আল মুন্তাখাব মিনাল মুসনাদ, তাহকীক: সুবহী আল বাদরী আস্ সামরাই, মাহমুদ মুহাম্মদ খলীল আস-সাঈদী, পৃ. (২১৮)
৩৭ ইমাম আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আবু মুহাম্মদ আল-হানাফী আয-যাইলা‘ঈ বলেন: বর্ণনাটি ইমাম আবু বকর ইবন আবু শাইবার দাদা আবু শাইবা ইবরাহিম ইবন উসমানের কারণে মা‘লূল বা ত্রুটিযুক্ত। তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। দেখুন, নাসবুর রায়িয়া ফী তাখরীজে আহাদিসিল হিদায়াহ, তাহকীক: মুহাম্মদ ইউসুফ বিন -নূরী (৩/১৭২)
৩৮ আবু বকর আবদুর রাজ্জাক ইবন হুমাম আস-সানআনী, তাহকীক: হাবীবুর রহমান আল-আজাদী (৪/২৬০)
৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

QuranerAlo.com

এবং তিনি সায়েব ইবন্ ইয়াযিদ হতে এবং তিনি ওমর ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাত্রের সালাত বিশ রাকা'আত।[৪০]

তৃতীয়ত: তারাবীহ্ এর সালাত ছত্রিশ রাকা'আত, এটি ইমাম মালেক (রহঃ) এর মত। [৪১]

এ মতের পক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদিনাবাসীগণ এমনটি করে থাকেন। অর্থাৎ তারা ছত্রিশ রাকা'আত তারাবীহ্ সালাত পড়েন।[৪২] মুহাম্মদ ইবন নসর দাউদ ইবন কায়সের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আবান ইবন উসমান ও ওমর ইবন আব্দুল আযীযের শাসনকালে মদিনায় আমি মানুষদেরকে ছত্রিশ রাকা'আত তারাবীহ্র সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর তারা তিন রাকা'আত বিতির পড়তেন। [৪৩] ইমাম মালেক বলেন: আমাদের নিকট এটি অনেক প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে।

তারাবীহ সালাতের রাকা'আতের ব্যাপারে আরো অনেক মত আলেমগণের থেকে বর্ণিত হয়েছে। [৪৪]

এ সম্পর্কে সার্বিক পর্যালোচনার পর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন: "বর্ণনাগুলোর পারস্পরিক বৈপরিত্য ও সেগুলোর মাঝে সমন্বয় করতে গিয়ে বলা যায়, রাকা'আত সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে দন্ডায়মানের দীর্ঘতা ও স্বল্পতার উপর। .....এখানে মাকরূহ হওয়ার কিছু নেই। আর যে ব্যক্তি এ ধারণা করে যে রামাদান কিয়ামুল লাইলে রাকা'আতের সংখ্যা নির্দিষ্ট, তাতে কম বেশি করা যাবে না, তাহলে তিনি ভুল করেছেন"।

হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের সমন্বয় সাধনে বলেন: মানুষের প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে বর্ণনা ও সংখ্যার ভিন্নতা। ফলে মাঝে মাঝে তারা এগারো রাকা'আত পড়তেন। কখনো কখনো একুশ রাকা'আত, মাঝে মধ্যে তেইশ রাকা'আত, মানুষের শক্তি উদ্যমের ভিত্তিতে পড়া হতো। যখন তারা এগারো রাকা'আত পড়তেন, তখন তারা, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কিরআত পড়তেন; এমনকি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার সুবিধার্থে লাঠিতে ভর দিতেন।

---

৪০ প্রাগুক্ত, (২/৪৯৬)
৪১ প্রাগুক্ত
৪২ শারহুল মুহাযযাব (৩/৫২৭)
৪৩ মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৪৯
৪৪ মুসান্নাফ,ইবন আবি শাইবা, (২/১৬৩) নং ৭৬৮৭, ইবন আব্দুল বির আন নামিরী,আল ইস্তেযকার, তাহকীক সালেম মুহাম্মদ আতা, মুহাম্মদ আল মুয়াওয়্যায (২/৭০)

QuranerAlo.com

আর যখন তেইশ রাকা'আত পড়তেন, তখন দাঁড়িয়ে থাকাটা সহজ করতেন। অর্থ্যাৎ কিরাআতকে ছোট করে পড়তেন। যাতে করে এটা মানুষের জন্য কষ্টকর না হয়।

তিনি আরও বলেন: উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে সম্ভব যে, তা অবস্থার ভিন্নতার কারণে হয়ে থাকবে। আর সম্ভবত: এ মতবিরোধটি কিরাআত দীর্ঘ ও সহজ হওয়ার দিক থেকে হতে পারে। ফলে দীর্ঘ কিরাআতে রাকা'আত সংখ্যা কমবে এবং সহজ কিরাআতে রাকা'আত সংখ্যা বাড়বে।[৪৫]

শাইখ সালেহ উসাইমিন বলেন: এর রাকা'আত সংখ্যা এগারো অথবা তেরো। কেননা বিভিন্ন মাধ্যমে সালফে সালেহীন থেকে কম বা বেশীর বর্ণনা এসেছে। অথচ কেউ এতে বিরোধিতা করেননি। সুতরাং যদি কেউ বৃদ্ধি করে তাও অস্বীকার করা হবে না। আর যে ব্যক্তি উপরোক্ত সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করবে তবে তা উত্তম। এছাড়াও হাদীসে এসেছে, সংখ্যাবেশি করার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।[৪৬]

শাইখ আব্দুর রহমান ইবন জিবরীন বলেন: শায়খুল ইসলামের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারলাম, নিশ্চয় কিয়ামুল লাইল সময়সীমার সাথে নির্দিষ্ট, রাকা'আতের সংখ্যার সাথে নয়।[৪৭]

৩. কুর'আন তেলাওয়াত করা এবং এর মর্ম উপলব্ধি করা

রামাদান মাস, কুর'আন নাযিলের মাস। এ মাসে রাসূল ﷺ জিবরীলের সাথে কুর'আন পাঠ করতেন। তাঁর সীরাত অনুসরণ করে প্রত্যেক মু'মিনের উচিত এ মাসে বেশি বেশি কুর'আন তেলাওয়াত করা, বোঝা এবং আমল করা। ইবনু আববাস رضي الله عنه বলেন:

«كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ»

জিবরীল রামাদানের প্রতি রাতে এসে রাসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাকে নিয়ে কুর'আন পাঠ করতেন।[৪৮]

৪৫ ফতহুল বারী, (৪/২৯৮)
৪৬ ইবনুল উসাইমিন, আল-ফাতাওয়া, কিতাবুদ দাওয়াত (১/১৯১-১৯২)
৪৭ ইবন জিবরীন, ফাতাওয়া আস-সিয়াম পৃ. ১৪২-১৪৪
৪৮ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৪৮

QuranerAlo.com

যে ব্যক্তি কুর'আন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, সে দুনিয়ায় ভ্রষ্ট হবে না এবং আখিরাতে দুর্ভাগা - হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٢٣

সুতরাং যে আমার দেয়া হিদায়াতের পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দু:খ-কষ্টে পতিত হবে না। [৪৯]

উসমান ﵁ রামাদানে প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন। সালাফে সালেহীন সালাতে ও সালাতের বাইরে কুরআন খতম করতেন। রামাদানের কিয়ামুল লাইলে তাদের কেউ তিনদিনে, কেউ সাতদিনে এবং কেউ দশদিনে কুরআন খতম করতেন। ইমাম যুহরী রামাদান এলেই হাদীস পাঠ ও ইলমের মজলিস ত্যাগ করে কুরআন পাঠে লেগে যেতেন।

খেয়াল রাখতে হবে যে, কুর'আন কারীম শুধু খতম করার জন্যই নাযিল হয়নি। তাই কোনরূপ অর্থ না বুঝে, চিন্তাভাবনা না করে অন্তরে আল্লাহ ﷻ ভীতি ও বিনম্রভাব সৃষ্টি না করে কবিতার মতো কুরআন আবৃত্তি করে যাওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ ﷻ নিজেই বলেন:

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

٢٩

এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। [৫০]

৪৯ সূরা ত্বা-হা: ১২৩
৫০ সূরা সোয়াদ: ২৯

৪. আল্লাহ ﷻ এর রাস্তায় বেশি বেশি দান ও সদকা করা

আল্লাহ ﷻ এর রাস্তায় দান-সদকা ও ব্যয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। সব সময় যাতে সামর্থ্যবান ব্যক্তিবর্গ এ ইবাদাত পালন করে সে ব্যাপারে ইসলাম ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করেছে। আর রামাদান মাসে এ ইবাদাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব আরো বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। কেননা ইমাম বুখারী ইবনে আববাস ﵁ হতে বর্ণনা করেন যে-

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ..... فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»

রাসূল ﷺ সকল মানুষের চেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। আর রামাদান মাসে যখন জিবরীল তার সাথে সাক্ষাতে মিলিত হতেন তখন তিনি আরো দানশীল হয়ে উঠতেন.....। জিবরীলের সাক্ষাতে তিনি বেগবান বায়ুর চেয়েও বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন। [৫১]

রামাদান মাসে রাসূল ﷺ এর দানশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ মূলত তিনটি:

১. রামাদান মাসে দান-সাদকাসহ সকল উত্তম আমলের সাওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

২. রামাদান মাসে তিনি খুব বেশি কুর'আন তেলাওয়াত করতেন। কুর'আনের বহু আয়াতে আল্লাহ ﷻ এর রাস্তায় ব্যয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً

কে সে, যে আল্লাহ ﷻ কে করযে হাসানা প্রদান করবে?
অত:পর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। [৫২]

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

৫১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৪৮
৫২ সূরা আল-বাকারাহ : ২৪৫

যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ ﷻ এর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শিষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শিষে একশত শস্যদানা। আর আল্লাহ ﷻ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ ﷻ দানশীল সর্বজ্ঞ। [৫৩]

هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ

দেখ, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ ﷻ এর পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে। অথচ তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ ﷻ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। [৫৪]

৩. রামাদানের প্রতি রাতে জিবরীলের সাক্ষাতে তিনি ভীষণভাবে দান করতে অনুপ্রাণিত হতেন, যেমন ইতোপূর্বে সহীহ বুখারীর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে।

৫. উমরা পালন

রাসূল ﷺ বলেন:

«فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي»

'রামাদান মাসে উমরা করা হজ্জের সমতুল্য' বা 'আমার সাথে হজ্জ করার সমতুল্য।'[৫৫]

৫৩ সূরা আল-বাকারাহ: ২৬১
৫৪ সূরা মুহাম্মাদ: ৩৮
৫৫ সহীহ বুখারী, হাদীস নং১৬৯০ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫৬

QuranerAlo.com

৬. ইতেকাফ

রামাদান মাসের শেষ দশদিন ইতেকাফে বসা অতি উত্তম ইবাদাত। শুরুতে রাসূল ﷺ রামাদানের প্রথম দশদিন ইতেকাফে বসেন। এরপর লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধানে মাঝের দশদিন ইতেকাফে বসেন। এরপর যখন লাইলাতুল ক্বদর শেষ দশদিনে হওয়া স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন থেকে তিনি শেষ দশদিন ইতেকাফে বসতে লাগলেন। অত:পর তাঁর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীগণ ইতেকাফে বসেন। হাদীসে এসেছে:

«اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الْأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ..... »

"রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাদানের প্রথম দশদিন ইতেকাফ করেন। (সাহাবারা বলেন) আর আমরাও তাঁর সাথে ইতেকাফ করলাম। এরপর জিবরীল আসলেন এবং বললেন, যা আপনি অনুসন্ধান করছেন তা আপনার সামনে রয়েছে। এরপর তিনি মাঝের দশদিন ইতেকাফ করলেন। (সাহাবারা বলেন) আমরাও তাঁর সাথে ইতেকাফ করলাম। এরপর জিবরীল আসলেন এবং বললেন, যা আপনি অনুসন্ধান করছেন তা আপনার সামনে রয়েছে। তারপর বিশ রামাদানে নবী ﷺ খুতবা দিলেন এবং বললেন, যে নবী ﷺ এর সাথে ইতেকাফ করেছে সে যেন ফিরে আসে....."। [৫৬]

৭. রামাদানের শেষ দশদিনে লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধান

রাসূল ﷺ বলেন:

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

৫৬ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৮০

''যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় ক্বদরের রাত্রিতে (সালাতে) দাঁড়ায়, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হল''।[৫৭]

নবী ﷺ রামাদানের শেষ দশ রাতে নিজে লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতেন এবং পরিবার পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।

ইমাম মুসলিম আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণনা করেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ»

রাসূল ﷺ রামাদানের শেষ দশদিনে আল্লাহ ﷻ এর ইবাদাতে এতটা পরিশ্রম করতেন যা তিনি অন্য সময় করতেন না।[৫৮]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আয়েশা ﵂ বলেন:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ»

যখন রামাদানের শেষ দশদিন এসে যেত, তখন নবী ﷺ পরনের কাপড় মজবুত করে বাঁধতেন। (অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন) এবং নিজে রাত্রে জাগতেন এবং পরিবার পরিজনকেও জাগাতেন।[৫৯]

তিনি সাহাবাদেরকেও লাইতুল ক্বদর অনুসন্ধান এ ব্যাপৃত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

«الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرٍ»

তোমরা শেষ দশদিনের বেজোড় রাতে এ রাত্রি তালাশ করো।[৬০]

৫৭ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮০২
৫৮ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪৫
৫৯ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯২০ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪৪
৬০ সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ৭৯২

QuranerAlo.com

এ সম্পর্কে আরো বহু হাদীস রয়েছে যার সারকথা হলো - লাইলাতুল ক্বদর রামাদানের শেষ দশদিনের যে কোন রাত্রে হতে পারে। তবে বেজোড় রাত্রিসমুহের যে কোন একটিতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অনেক উলামার মতে - সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় হল ২৭ তম রাত্রি। তবে বিশুদ্ধ মতামতানুযায়ী লাইলাতুল ক্বদর রামাদানের ২৭ তারিখের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সহীহ বুখারীর হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটি রামাদানের শেষ দশ রাত্রির অন্য রাত্রিতেও হতে পারে।

৮. বেশি বেশি দু'আ, যিকর এবং ইস্তেগফার করা

রামাদানের দিনগুলোতে পুরো সময়টাই ফযীলতময়। তাই সকলের উচিত এ বরকতময় সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা- দু'আ, যিকর ও ইসস্তেগফারের মাধ্যমে। কেননা রামাদান মাস দু'আ কবুল হওয়ার খুবই উপযোগী সময়, যেমন একটি হাদীসের বর্ণনায় বলা হয়েছে।

«إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»

(রমাদানের) প্রতিদিন ও রাত্রে (জাহান্নাম থেকে) আল্লাহ ﷻ এর কাছে বহু বান্দা মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাদের প্রত্যেক বান্দার দু'আ কবুল হয়ে থাকে (যা সে রামাদান মাসে করে থাকে)। [৬১]

৯. সকল প্রকার ইবাদতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা

নবী ﷺ রামাদান মাসে অন্য মাসের চেয়েও বেশী বেশী ইবাদাত করতেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়েম রহ. বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ ছিল রামাদান মাসে সকল ধরনের ইবাদাত বেশী বেশী করা। তিনি ছিলেন সবচেয়ে দানশীল এবং রামাদানে আরো বেশী দানশীল হয়ে যেতেন, কেননা এ সময়ে তিনি সদকা, ইহসান ও কুরআন তেলাওয়াত, সালাত, যিকর ও ইতেকাফ ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদাত অধিক

৬১ সহীহ সনদে ইমাম আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত, হাদীস নং ৭৪৫০

পরিমাণে করতেন। তিনি রামাদানে এমন বিশেষ ইবাদাত সমূহ পালন করতেন যা অন্য মাসগুলোতে করতেন না। [৬২]

সালাফে সালেহীনও নবী ﷺ এর অনুকরণে এ মাসকে অধিক গুরুত্ব দিতেন এবং সকল ইবাদাতের জন্য অবসর হয়ে যেতেন। এমন কি ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লার ন্যায় ব্যক্তিবর্গও শিক্ষাদান ও ফাতওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছেড়ে বিশেষ ইবাদাত যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে - তার জন্য নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন।

দ্বিতীয় ভাগ:
শরীয়ত যা বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছে

শরীয়তের পক্ষ থেকে মূলত: ছোট-বড় সকল গুনাহ ও পাপ সর্বদা বর্জন করার নির্দেশ এসেছে। আর রামাদান মাস ফযীলতের মাস এবং আল্লাহ ﷻ এর ইবাদাতের প্রশিক্ষণ লাভের মাস হওয়ায় এ মাসে সর্বপ্রকার গোনাহের কাজ পরিত্যাগ করা অধিক বাঞ্ছনীয়। তদুপরি রামাদান মাসে সৎকাজের সওয়াব ও নেকী বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, তাই রামাদানের সম্মান ও ফযীলতের কারণে এ মাসে সংঘটিত যে কোন পাপের শাস্তি অন্য সময়ের তুলনায় ভয়াবহ হবে এটাই স্বাভাবিক।

এজন্যেই সিয়াম পালনকারীদের উচিত তাকওয়া বিরোধী সকল প্রকার মিথ্যা কথা ও কাজ পরিপূর্ণভাবে বর্জন করা। রাসূল ﷺ বলেন:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه»

৬২ যাদুল মাআ'দ ১/৩২১

QuranerAlo.com

যে ব্যক্তি (সাওম রেখে) মিথ্যা কথা ও সে অনুযায়ী কাজ করা বর্জন করে না তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় বর্জন করায় আল্লাহ ﷻ এর কোন প্রয়োজন নেই। [৬৩]

'মিথ্যা কথা ও তদনুযায়ী কাজ'কথাটি দ্বারা মূলত: সিয়াম অবস্থায় উম্মতের সকলকে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। আর 'আল্লাহ ﷻ এর কোন প্রয়োজন নেই' কথাটি দ্বারা সিয়াম অসম্পূর্ণ হওয়ার, কিংবা কবুল না হওয়ার অথবা সিয়ামের সওয়াব না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অন্য আরেকটি হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন:

«إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»

তোমাদের কেউ সিয়াম দিনে অশ্লীল কথা যেন না বলে এবং শোরগোল ও চেঁচামেচি না করে। কেউ তাকে গালমন্দ করলে বা তার সাথে ঝগড়া করলে শুধু বলবে, আমি সিয়াম পালনকারী। [৬৪]

উপরোক্ত হাদীস দু'টোর আলোকে সারকথায় আমরা বলতে পারি যে, আমাদের ঈমান, আমল ঠিক রেখে ইসলামী বিরোধী সকল কাজ বিশেষভাবে রামাদানে এবং আমভাবে সর্বদাই বর্জন করতে হবে। তাহলে আমাদের সিয়াম সাধনা হবে অর্থবহ এবং এ সাধনার মূল লক্ষ্য তাকওয়া অর্জন করা হবে সহজসাধ্য ।

আল্লাহ ﷻ আমাদের সকল আমল কবুল করুন এবং আমাদের সবাইকে আরো উত্তম আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

৬৩ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮০৪
৬৪ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮০৫

QuranerAlo.com

সরোবর

একটি তারামানুষ ... অন্তত

এই রমাদানই যদি হয় জীবনের শেষ রমাদান?

রমাদান সিয়াম সাধনার মাস
(সূরা বাক্বারা: ১৮৩)

রমাদান কুরআন নাজিলের মাস
(সূরা বাক্বারা: ১৮৫ ও সূরা ক্বদর ০৯)

রমাদানে জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

রমাদানে রয়েছে লাইলাতুল ক্বদর; যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম
(সূরা ক্বদর: ০৩)

রমাদানে ভাল কাজের প্রতিদান বহু গুণে বৃদ্ধি করেদেয়া হয়
(সহীহ বুখারী)

www.shorobor.org
/shorobor.bd